ইনকিলাব

প্রকাশ ... 26 JUL 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

জবিতে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ

দু'জন গুলিবিদ্ধসহ আহত ১১ : আটক ৩ : ক্যাম্পাসে উত্তেজনা : অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন

❑ **জবি রিপোর্টার :** জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) বেলা সাড়ে ১১টায় ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ বাধা দিলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় ২ জন গুলিবিদ্ধসহ ১১ জন আহত হয়েছে। গুলিবিদ্ধ সিরাজকে ও নাসিরকে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে ক্যাম্পাসের

পৃঃ ২ কঃ

জবিতে প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাইরে থেকে তিনকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। এ নিয়ে ক্যাম্পাস এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। অপ্রীতিকর ঘটনাতে এড়াতে ক্যাম্পাস এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও সজীব ওয়াজেদ জয়ের কটূক্তির প্রতিবাদে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকা বিক্ষোভের অংশ হিসেবে গতকাল সকালে ক্যাম্পাসের কাঁঠাল তলা থেকে মিছিল বের করে ছাত্রদল। জবি শাখার ছাত্রদল সভাপতি কয়সাল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুকের নেতৃত্বে তিন শতাধিক নেতা-কর্মী ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল শেষ করে বের হতে চায়। মিছিলটি যখন প্রধান ফটক আটক আসলে পুলিশ বাধা দেয়ার দেয়। এসময় ক্যাম্পাসের ভিতরে থাকা এবং গেটের বাইরে অবস্থান করা নেতাকর্মীদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে লাঠিপেটা ও রাবার বুলেট ছোড়ে পুলিশ। তারাও পাল্টা পুলিশের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে এ ঘটনায় পুলিশের গুলিতে একজন গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ১১ জন আহত হয়েছে। পরে উত্তেজিত নেতাকর্মীরা বাংলাবাজার মোড় ও বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকায় কয়েকটি গাড়ি ভাংচুর করেছে। আহতরা হলেন- নাসির, সিরাজ, শামীম, সুজন, হাবিব, জাকির, শাহ, উজ্জল ও রানা। এদের মধ্যে সিরাজের অবস্থা গুরুতর। আহতদের সবাইকে মিটফোর্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে পুলিশ ক্যাম্পাসের বাইরে থেকে গুলি ও শাবলসহ তিন ছাত্রদল কর্মীকে আটক করে কোতয়ালি থানা পুলিশ। এ বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি কয়সাল আহমেদ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ছেলের বক্তব্যের প্রতিবাদে তাঁরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেছেন। বিক্ষোভ শেষে চলে যাওয়ার সময় বিনা কারণে পুলিশ তাঁদের ওপর হামলা চালায়। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল গুলিবিদ্ধ দু'জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। সিরাজ নামের একজনের পেটে গুলি লেগেছে। তাঁর অবস্থা গুরুতর বলেও জানা গেছে। এ ব্যাপারে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ আলম বলেন, ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ওপর পুলিশ কোনো গুলি ছোড়েনি। বরং নিজেদের গুলিতেই তাঁরা আহত হয়েছেন।